দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

সেনবাগে কলাবাড়িয়া স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে জরাজীর্ণ ঘরে

০৬ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

ধসের শঙ্কা নিয়ে ক্লাস করছে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা

খোরশেদ আলম, সেনবাগ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় একটি জরাজীর্ণ আধা-পাকা ঘরে চলছে কলাবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। দেয়ালসহ বিভিন্ন পিলার থেকে ইট-সিমেন্ট খসে পড়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে ঘরটি। দুর্ঘটনার শঙ্কা নিয়েই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। ধসের আতঙ্কে আছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

জানা যায়, দুই শিফটের স্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ১২৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৬৫ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা ৬০ জন। শ্রেণি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে দুজন সরকারি শিক্ষকের পাশাপাশি স্কুলের নিজস্ব বেতনে রয়েছেন অপর একজন অতিথি শিক্ষক। স্কুলটির রেকর্ড থেকে জানা যায়, এখানে পাসের হারও বেশ ভালো।

সম্প্রতি উপজেলার ২নং কেশারপাড় ইউনিয়নের কানকিরহাট ক্লাষ্টারের ১১নং কলাবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, বিদ্যালয়টির অবস্থান সেনবাগ উপজেলার একেবারে উত্তর প্রান্তে ও কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা ঘেঁষা। সুবিশাল মাঠ নিয়ে মোট ৯০ শতাংশ জমির উপর ১৯৯২ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৩ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আমলে এটি সরকারিকরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে সুবিশাল মাঠের এক কোণে একটি সেমিপাকা টিনের ঘর নির্মাণ করা হয়। এই ভবনটিই এখন স্কুলের একমাত্র ভরসা। সেমিপাকা টিনসেডের এ ঘরে রয়েছে তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং একটি অফিস রুম।

বিদ্যালয়টির একমাত্র ভরসা আধা-পাকা এই ভবনটি। কিন্তু ভবনটি জরাজীর্ণ হওয়ায় তৈরি হয়েছে ধসের আশঙ্কা। স্কুলটির সেমিপাকা ঘরটিতে অনেক আগ থেকেই পলেস্তারা খসে পড়ছে। ঘরটির টিনের চালের ফুটো দিয়ে বর্ষাকালে পানি পড়ে বইপত্রসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভিজিয়ে দেয়। এরকম নানা সমস্যায় জর্জরিত স্কুলটিতে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কলাবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সালে আহমদ জানান, বিদ্যালয়টির জরাজীর্ণ টিনশেড ঘরের ছবি এবং দুরবস্থা নিয়ে স্থানীয় এমপি মোরশেদ আলমকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তিনি স্কুলটির জন্য একটি নতুন পাকা ভবন করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে প্রধান শিক্ষক জানান।

এ ব্যাপারে সেনবাগ উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. ইমরান হোসেন স্কুলটির দুরবস্থার কথা স্বীকার করে ইত্তেফাককে বলেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত